তারিখ 5 JUL 1996
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৭

32

দৈনিক ইত্তেফাক

উত্তরাঞ্চলে বিদ্যালয়হীন গ্রাম

বুধবারের ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক সংবাদ মতে, রাজশাহী বিভাগ—তথা দেশের উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার ১০ হাজার ১৭৩টি গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই। ফলে ৯ লক্ষাধিক শিশু প্রতি বছর প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত থাকিয়া যাইতেছে। সাম্প্রতিককালে দেশে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মপ্রয়াস শুরু করা হইয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বাধিক ব্যয় বরাদ্দই শুধু দেওয়া হইতেছে না, শিক্ষাকে সার্বজনীন করার প্রারম্ভিক পদক্ষেপ হিসাবে সরকারের তরফ হইতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-কর্মসূচীও গ্রহণ করা হইয়াছে। দারিদ্র্য যেন এই কর্মসূচীর অন্তরায় না হয় সেজন্য গ্রামাঞ্চলে 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে। [illegible] বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু কর্মসূচীগুলি চালু রাখিলেই যে দেশে শিক্ষাকে—বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করিয়া তোলা যাইবে এমন নিশ্চয়তা দেওয়ার উপায় নাই। কেননা প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত নানা সমস্যা রহিয়া গিয়াছে। বর্তমান বৎসরের শুরুতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বিনামূল্যের সরকারী বই পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কি রকম অনিয়ম ও ঘাপলাবাজি হইয়াছে তাহা সকলেরই মনে থাকার কথা। অন্য যেসব কারণে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী ব্যাহত হইতেছে উহাদের অন্যতম হইতেছে পর্যাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভাব। উত্তরাঞ্চলের ১০ সহস্রাধিক গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকার সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, উক্ত বিপুলসংখ্যক গ্রামের সকল বালক-বালিকা না হইলেও তাহাদের এক উল্লেখযোগ্য অংশই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর বাহিরে থাকিয়া যাইতেছে। দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে আশেপাশের গ্রামে সন্তানকে লেখাপড়া করাইতে পাঠানোর তাগিদ সকল গ্রামীণ অভিভাবকের নিকট হইতে আশা করা সঙ্গত নয়, বাস্তবানুগও নয়। পাশের গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাহার সন্তানের আসন হইবে এমন নিশ্চয়তাও কেহ দিতে পারে না। তাহাছাড়া আসন পাওয়া সম্ভব হইলেও অন্যবিধ জটিলতার আশঙ্কাও যে একেবারে থাকে না তাহা নহে।

এমতাবস্থায় এ ব্যাপারে দ্বিমতের কোন অবকাশ নাই যে, দেশের সকল বিদ্যালয়হীন গ্রামেই প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। গত বৎসরের এক হিসাব হইতে জানা যায় সারাদেশে প্রায় ৩১ হাজার গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই। এত বিরাটসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন উহার সংস্থান করা আমাদের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে খুব সহজ নয়। পাশাপাশি বিদ্যালয়ের অভাবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী খণ্ডিতভাবে চলুক ইহাও কাম্য হইতে পারে না। বর্তমান সরকার স্থানীয় সরকার কাঠামো শক্তিশালী করার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। আমরা মনে করি এই স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে স্থানীয় উদ্যোগে বিদ্যালয়হীন গ্রামগুলিতে স্বল্পব্যয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করা যাইতে পারে। তাহাছাড়া এ ক্ষেত্রে এনজিওগুলির যে কার্যক্রম চালু আছে উহার সম্প্রসারণেরও উদ্যোগ নেওয়া যাইতে পারে।

ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের ধর্মঘট পালন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ দেশব্যাপী আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগের সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের হত্যা, নির্যাতন ও পাঠ্য পুস্তকে

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)